যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ...

০১ ২০০২

অবরুদ্ধ ক্যাম্পাস যেন প্রাণ ফিরে পেল

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগের পর আনন্দের জোয়ারে ভাসছে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা। অভিভাবকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছে প্রাণের জোয়ার। অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এবং প্রক্টর নজরুল ইসলামকে সরে যেতে হয়েছে। গতকাল ছাত্র, শিক্ষক ও ছাত্রনেতারা এ প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছেন। তবে তারা বলেছেন, এখানেই শেষ নয়। অন্য দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনের মাধ্যমেই তা মেনে নিতে বাধ্য করা হবে। ছাত্রছাত্রীরা শামসুন্নাহার হলে পুলিশের বর্বর হামলার নেপথ্যের খলনায়কদেরও অপসারণ দাবি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার উপাচার্যের পদত্যাগকে শুধু দুঃখজনক বলে উল্লেখ করে আর কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। শামসুন্নাহার হলের সাবেক প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফি যার মেয়াদ বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্যকে এভাবে চলে যেতে হয়েছে তা তার জন্য খুবই অপমানজনক। প্রাণ : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

প্রাণ : ফিরে পেল

(১ম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফউল্লাহ ভূঁইয়া বললেন, আমরা চাই না বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন সংস্কৃতি গড়ে উঠুক। এটা উপাচার্যের অনিবার্য পরিণতি। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন। না বুঝে-শুনে একের পর এক স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনই বের করবে তিনি কতটা দোষী ছিলেন।

অনশনরত এক ছাত্রী তারিনা ইয়াসমিন বললেন, পদত্যাগের খবর শুনে আন্দোলন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে নতুন শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে। তবে খুশি হতে পারছি না। আমাদের আরও ছয়টি দাবি আছে। আন্দোলনকারী সাধারণ ছাত্র ফারুক হোসেন বললেন– হল, ক্যাম্পাস ও শিক্ষার প্রচলিত পরিবেশের আমূল পরিবর্তন না ঘটানো এবং ছাত্রছাত্রীদের সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠনের দমন নীতির অবসান না হলে আন্দোলন সার্থক হবে না।

গতকাল দুপুরে উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়লে শহীদ মিনার এলাকায় আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে উল্লাস প্রকাশ করে। এ সময় ছাত্রছাত্রীরা আমরা করবো জয়, পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে– ইত্যাদি গান গাইতে থাকে। অনশনরত ছাত্রছাত্রীরা সব দাবি মেনে না নেয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। অবরুদ্ধ ক্যাম্পাসেও ছাত্রছাত্রীরা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ে। টিএসসি, শামসুন্নাহার হল, রোকেয়া হল এলাকায় আড্ডা জমায়। তাদের অনেকেই রোকেয়া হলের সামনে ঘোষিত মুক্তাঞ্চলে রাস্তার ওপর বসে পড়ে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সন্ধ্যা ৬টার দিকে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হলেও সেখানে ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ উপস্থিতি ছিল।